যুগান্তর

তারিখ 05 JAN 2016
পৃষ্ঠা ০৭ কলাম ২

বিনামূল্যের বইয়ে অর্থ দাবি তদন্তের নির্দেশ শিক্ষামন্ত্রীর

যুগান্তর রিপোর্ট

বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণে অর্থ দাবি করায় ঝালকাঠির একটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। ঝালকাঠির নলসিটি উপজেলার তিমিরকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে টাকা দাবি করার অভিযোগের বিষয়ে মন্ত্রী এই নির্দেশ দেন। শুক্রবার সারা দেশে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের দিন ওই স্কুলে বিনামূল্যের বই বিতরণের জন্য শিক্ষার্থীপ্রতি ৩০০ টাকা করে দাবি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এ খবর পৌঁছালে তিনি সোমবার জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন।

প্রশাসন : চাপের মুখে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কেসিসির প্রশাসন। কেসিসি সূত্রে জানা গেছে, গত তিন মাস ধরে রুটিন কাজ চালাচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত মেয়র আনিস বিশ্বাস। নতুন কোনো প্রকল্প নেয়া হয়নি। পুরনো কিছু কাজ দ্রুত শেষ করা হয়েছে। কিছু কাজ আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এখনও ঝুলে আছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর হাদিস পার্ক ওয়াই-ফাই জোন করার ঘোষণা দেয়া হলেও তিন মাসেও তা আলোর মুখ দেখেনি। নগরীর শিববাড়ী মোড় চত্বর আলোকসজ্জা বৃদ্ধি করা হলেও চত্বরটি এখনও সাজানো হয়নি। সূত্রটি জানায়, বেশি সমস্যা হচ্ছে উন্নয়ন কাজের ঠিকাদারি নিয়ে। বিভিন্ন নেতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিজেদের পছন্দের লোকজনকে কাজ পাইয়ে দিতে ওঠেপড়ে লেগেছে। তাদের অন্যায় আবদার পূরণ করতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন কেসিসির মেয়র ও তার প্রশাসন। সবচেয়ে ঝুঁকি তৈরি হয়েছে নতুন অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ নিয়ে। ঠিকাদার ও কর্মচারীদের কাছ থেকে জানা গেছে, নতুন অ্যাসফল্ট স্থাপনের দ্বিতীয় দফার দরপত্র খোলা হয় গত ২ ডিসেম্বর। আট কোটি আট লাখ টাকার এ কাজের জন্য ৪টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা দেয়। এর মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের কোনো কাগজপত্রই নেই। বাকি তিন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হিমেল এন্টারপ্রাইজ ও সরদার কবির আহমেদ ফার্মের প্ল্যান্ট স্থাপনের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। অন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বুশরা ইন্টারন্যাশনালের একই ধরনের (সিমিলার) কাজের অভিজ্ঞতা, সাধারণ কাজের অভিজ্ঞতা ও টার্নওভার কিছুই নেই। ক্ষমতাসীন দলের খুলনার একটি প্রভাবশালী পরিবারের একজন এ কাজ পাওয়ার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার মনোনীত টেন্ডার বাতিল হয়ে যাওয়ায় তার অনুসারী ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা কর্পোরেশনের প্রায় সব দফতরে গিয়ে হুমকি-ধমকি দিয়ে এসেছে। সূত্রটি জানায়, টেন্ডার কমিটির সভায় অযোগ্য এসব প্রতিষ্ঠানকে কাজ না দিয়ে পুনরায় দরপত্র আহ্বানের বিষয়ে একমত হয়েছেন কর্মকর্তারা। এরপরই শুরু হয় বিপত্তি। খুলনার স্থানীয় এক শীর্ষ ব্যক্তির কাছ থেকে অনুরোধ আসে বুশরা ইন্টারন্যাশনালকে কাজ দেয়ার। এরপর আসতে থাকে একের পর এক হুমকি। সর্বশেষ গত বুধবার নগর ভবনে প্রবেশ করে প্রকৌশলীদের হুমকির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু অযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিয়ে পরে মন্ত্রণালয়ের শাস্তি, মামলা এবং চাকরি হারাতে চাইছেন না প্রকৌশলীরা। বিষয়টিকে তারা বাদও দিতে পারছেন না। বিষয়টি তারা ছেড়ে দিয়েছেন মেয়রের ওপর। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত মেয়রও এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তাকেও কাজটি বুশরা ইন্টারন্যাশনালকে দেয়ার জন্য জোর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হননি কেসিসির প্রকৌশলীরা। দরপত্রের কোনো ধরনের তথ্যও দিতে রাজি হননি তারা। নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক কেসিসির সরকারদলীয় একজন কাউন্সিলর যুগান্তরকে বলেন, খুলনার ওই প্রভাবশালী পরিবারের সদস্যের চাপে অস্থির হয়ে আছে সিটি কর্পোরেশন। তিনি আরও বলেন, সিটি কর্পোরেশনের এ কাজের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড এবং আরও একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ফলে নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকেই কাজ দেয়া যায়। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না ভারপ্রাপ্ত মেয়র। ভারপ্রাপ্ত মেয়র আনিসুর রহমান বিশ্বাস যুগান্তরকে বলেন, কেসিসির প্রশাসনিক এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্বাভাবিকভাবেই চলছে। অর্থের অভাবে একটু স্থবির হয়ে গেলেও রোববার মন্ত্রণালয় থেকে ২৫ কোটি টাকা ছাড় করানো হয়েছে। এই টাকা দিয়ে আবারও সব কাজ গতিশীল করা হবে। খুব শিগগির কিছু নতুন প্রকল্পের টেন্ডার আহ্বান করা হবে। তবে টেন্ডারের ব্যাপারে তার ওপর চাপের বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।